মতঙ্গ

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রী মতঙ্গের আবির্ভাব কাল নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আনুমানিক খ্রীঃপূঃ ১৫০০শ শতাব্দীতে গন্ধর্ব মতঙ্গ-র পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি আদি কশ্যপের সমসাময়িক ছিলেন। পরবর্তী মতঙ্গ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন শার্দূলের সমসায়িক।

এর পরবর্তী মতঙ্গ-র আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রীস্টিয় ৫ম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। অনেকে এই মতঙ্গ-কে আরো পূর্বকালীন সংগীত শাস্ত্রী বলে মনে করেন। কিন্তু মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে নারদ, ভরত, কোহল, দত্তিল, নন্দিকেশর প্রমুখের নাম উল্লেখ করায় তিনি তাঁদের পরবর্তী বলেই স্বীকৃত হয়েছেন।

মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। দত্তিল মুনির 'দত্তিলম্' গ্রন্থের পরেই এই গ্রন্থটি উল্লেখিত হয়েছে। পরবর্তী প্রায় সব সংগীত আচার্যগণই মতঙ্গ-র মতকে সম্মান দিয়ে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটিতে ৫১১টি শ্লোক আছে। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি এখনও পাওয়া যায়নি। তবে খ্রীষ্টিয় ১২ শতাব্দীতে নান্যদেব এবং মহারাণা কুম্ভকর্ণ খ্রীষ্টীয় ১৫ শতাব্দীতে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন। তাই তালাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়, নর্তকাধ্যায় ইত্যাদির কিছু অংশ ১৫-১৬ শতাব্দীর সংগীতশাস্ত্রীদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবনাগরী অক্ষরে গ্রন্থটি সর্বপ্রথম কে. শাম্বশিব শাস্ত্রী মুদ্রিত করেছিলেন। পরে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ দেশীরাগগুলি সংযোগ করে বাংলায় গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। বৃহদ্দেশী গ্রন্থটিতে প্রাচীন প্রবন্ধ গানের উল্লেখ থাকলেও 'চর্যা' নামের প্রবন্ধের উল্লেখ নেই। তাই একথা মনে করা যায় যে, তাঁর সময়ে চর্যার সৃষ্টি হয়েছিল না। ৫১১টি শ্লোকের মধ্যে ৩৬৬নং শ্লোক পর্যন্ত নারদকে প্রশ্নকর্তা ও

উত্তরদাতারূপে মতঙ্গের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নানা বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরের শ্লোক থেকে প্রশ্নকর্তা কশ্যপ ও উত্তরদাতারূপে জাস্টিক-কে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ভরত উল্লেখিত জাতি, বর্ণ, অলংকার, নাদ্যোৎপত্তি, শ্রুত স্বর নির্ণয়, মূর্চ্ছণা, তান, ভাষা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হলেও বাদ্যের উল্লেখ ছিল না।

মতঙ্গ দেশী সংগীতের আলোচনায় মনে করেছেন যে, জাতি থেকে গ্রাম-রাগের উৎপত্তি। গ্রামরাগ থেকে অন্য নানা রাগের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামরাগ ও অন্যরাগ এই দুইয়ে মিলে সৃষ্টি হয়েছে দেশীসংগীত। তাঁর উক্তিতে বোঝা যায় গ্রাম রাগ থেকে ভাষা, ভাষা থেকে বিভাষা, বিভাষা থেকে অন্তর্ভাষার সৃষ্টি হয়ে ক্রমে দেশী সংগীতের আবির্ভাব ঘটেছে।

মতঙ্গ ৭৩টি ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। তিনি বাঙলাদেশ জাতীয় 'বাঙ্গালী' নামক ভাষারাগেরও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া দেশী কয়টি প্রবন্ধ রাগেরও উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নাট্যশাস্ত্রকার ভরত যে বিষয়গুলি আলোচনা করেননি মতঙ্গ সেইগুলির আলোচনা করেছেন।

রামকৃষ্ণ কবি-র মতানুসারে মতঙ্গকে কিন্নরীবীণার আবিষ্কারক বলা হয়। মতঙ্গ-র পূর্ববীণা-তে কোনো পর্দা ছিল না। তিনি এই বীণাতে ১৪থেকে ১৮টি পর্দা রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বহু তন্ত্র বাদ্য কিন্নরী বীণা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। সংগীত জগতে মতঙ্গ-র কিন্নরীবীণার সৃষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

মতঙ্গ নাট্যে উপযোগী ৭টি রাগগীতি যথা শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়ীকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা-র উল্লেখ করেছেন। তিনি ভরতের মতানুসারে মাগধী অর্ধ-মাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা গীতিগুলির উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রবন্ধগান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

মতঙ্গ মূর্চ্ছনা বলতে স্বরের আরোহ, অবরোহের ক্রমকে মূর্চ্ছনা বুঝিয়েছেন। মূর্ছনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি সপ্তস্বর মূর্ছনা ও দ্বাদশ স্বর মূর্ছনার উল্লেখ করেছেন। বর্ণপ্রসঙ্গে তিনি স্থায়ী, আরোহী অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন।

গানকে তিনি নিবদ্ধ অর্থাৎ তাল ও কথাযুক্ত গান এবং তাল ও কথা বিহীন গানকে অনিবদ্ধ গান এই ২ ভাগে ভাগ করেছেন। স্বর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন বিন্দু থেকে নাদ, নাদ থেকে মাত্রা, মাত্রা থেকে বর্ণ বা স্বরের উৎপত্তি।

তিনি ২২টি প্রধান শ্রুতি ছাড়াও তাঁর গ্রন্থে ৬৬টি অনন্ত শ্রুতির কথা বলেছেন। তিনি ধ্বনিকে সবকিছুর মূল বলেছেন। এই ধ্বনি থেকে নাদের সৃষ্টি। এই নাদই সংগীত সৃষ্টির প্রধান উপাদান বলে তিনি মনে করেছেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছিল তা কালের যাত্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৃহদ্দেশী গ্রন্থে মতঙ্গ সেই লুপ্ত বিষয়গুলির পুনরুদ্ধৃত করেছেন। তাঁর উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলি স্বতন্ত্রতার দাবীদার। বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি যথেষ্ট মূল্যবান। প্রাচীন ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে এই গ্রন্থটি পাঠ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র-র পরে 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থটি ভারতীয় সংগীত ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছে।